মা ও একজন মেয়ে শিশু

নন্দিনী হোসেন

৫ মার্চ ২০০৫

বেশ কিছুদিন ধরে একটা ভাবনা মনের মধ্যে যতো নাড়াচাড়া করছি তত ই যেনো তা জোড়ালো হচ্ছে। অবশ্য এতে এমন কোন নতুনত্ব নেই। সে দাবী ও করবো না। তবু এই বিষয় গুলো ঘুরে ফিরেই মাথায় আসে। যার জন্য বেশ কিছু দিন ধরে এ নিয়ে কিছু লিখবো ভাবছিলাম। যা হোক আসল প্রসংগে আসি। ধরা যাক বাংলাদেশের কথা ই। সেখানে যে কোন পরিবারের দিকে যদি আমরা তাকা ই তাহলে মোটামোটি যে চিত্র টি সাধারণ ভাবে ধরা পরে তা হলো একটি প রিবারে প্রায় অনেক কিছুই যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তিনি হচ্ছেন একজন মা। বিশেষ করে সন্তান দের ব্যাপারে এ কথা টি প্রায় শতভাগ প্রযোজ্য । সন্তান সে ছেলে হোক ,মেয়ে হোক তাদের জন্ম দান থেকে শুরু করে ,লালন পালন করা ,শিক্ষা দান ,এমন কি যতদিন পর্যন্ত তারা সমাজে সংসারে প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত জীবনের চলার পথে প্রায় প্রতি টি প্রধান ধাপে অবতীর্ন হতে, যার অবদান সব চেয়ে বেশী তিনি হচ্ছেন একজন মা । এখন ও পর্যন্ত দেখা যায় কি গ্রামের দরিদ্র ভুমিহীন কি শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার সব জায়গাতেই সন্তান লালন পালনের ব্যাপারে আজ ও পূরুষেরা তেমন সচেতন নয়। অথবা তাদের তেমন কোন সক্রিয় অংশগ্রহন নেই। একজন পিতা হিসাবে তাদের অনেকের মোটামোটি যে ধারণা,তা হচ্ছে সংসারের জন্য টাকা উপার্জন করাই তাদের প্রধান এবং একমাত্র কাজ । পুরুষ টির ঘর সংসার ,সন্তান সব আগলে রাখবে স্ত্রী নামক একজন পরম বিশ্বস্ত দশভূজা। পুরুষের অনেকেই টাকা উপার্জন ছাড়া যৌথ ভাবে শুরু করা সংসারের দিকে ফিরে ও তাকান না। অথবা তাকানোর প্রয়োজন বোধ করেন না। তারা হয়তো মনে করেন সংসার চালানোর দায়িত্বে তো একজন বিনা পয়সার সচিব আছেন ই। অনেকের আবার ধারণা স্ত্রী নামক একজন মানুষ কে প্রয়োজনীয় খাওয়া পরা দেওয়া হচ্ছেই তো স্বামী নামক প্রভুটির সংসার নিখুঁত ভাবে চালানোর জন্য। সেখানে পান থেকে চূন কষলে ও অনেকের কাছেই তা গুরুতর অপরাধ হিসেবে গন্য হয়

আমি এমন ও অনেক পিতা কে জানি ছেলে বা মেয়ে কোন ক্লাসে অথবা কি বিষয়ে পড়ছে জিজ্ঞেস করলে বেশ বিপদেই পরে যান । আমতা আমতা করেন যতক্ষন পর্যন্ত না স্ত্রী এসে তাকে উদ্ধার করছেন । হয়তো এ ব্যাপারে অনেকেই আমার সাথে একমত হবেন।

আমরা এতো যে নারী মুক্তি,নারী স্বাধীনতার কথা বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলি। সমানাধিকারের কথা বলি, কিন্তু আসল যে কাজ, অর্থাৎ যে জায়গাটা থেকে তা শুরু করা উচিত সেটা প্রায়শ ই ভুলে যাই। অথবা চিন্নিত করতে ব্যর্থ হই। আর তা হচ্ছে সমানাধিকার আদায় যদি কথার কথা না হয়ে থাকে, আমাদের বিশ্বাস যদি আন্ত রিক হয় ,তা হলে প্রথমেই পৌঁছাতে হবে একদম শিঁখরে। সেখান থেকেই চারা গাছ টি পরিমান মতো সার পানি এবং সঠিক পরিচর্যা পেলে বেড়ে উঠবে অত্যন্ত সুন্দ র সতেজ এবং স্বাভাবিক ভাবে। তাতে করে রাতারাতি দু এক বছরের মধ্যে আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ছোঁয়ায় সব পরিবর্তিত হয়ে যাবে না সত্যি, কিন্তু পরিকল্পিত উপায়ে লক্ষ্য ঠিক করলে আজ থেকে দশ পনেরো বছর পর আমার বিশ্বাস, আমরা অনেক টাই এগিয়ে যাবো এ ক্ষেত্রে। নীচে এ ব্যাপারে খানিকটা আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

দেশের বিভিন্ন এন জি ও বিশেষ করে নারী দের অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে যারা নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন , তাদের যে কাজ টির প্রতি আর ও অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি তা হচ্ছে,

মায়েদের টার্গেট করে কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করা । তাদের বোঝানো তারা যেন সন্তান জন্ম দানের পর একটি ছেলে শিশুর মত ই সমান গুরুত্ব দিয়ে তাদের মেয়ে শিশুদের লালন পালন করেন । তিনি নিজে তার নিজের মায়ের কাছ থেকে যে ধরণের বৈষম্যের স্বীকার হয়েছেন প্রতি পদে পদে ,সেই এক ই কাজ যেন তিনি তার আত্বজার সাথে না করেন। অবশ্য এসব কথা বলা যত সহজ ,কার্য ক্ষেত্রে তা পরিণত করা অনেক কঠিন । হাজার বছরের বিশ্বাস,সংস্কার বলে কথা । তা সত্তেও নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। নারীদের আত্ব উন্নোয়নে যারা কাজ করছেন তারা এসব বিষয়ে ও এগিয়ে আসতে পারেন। যেমন, একজন মাকে যদি বোঝানো যায় পরিবারে তার মুল্য কত খানি ,এবং সেই বোধ টি যদি তার মধ্যে তৈরী করা যায় ,তা হলে হয়তো কাজ টা কিছু টা সহজ হবে। একজন মা যদি নিজে উপলব্দি করতে সক্ষম হোন পরিবারে ত থা সমাজে তার সঠিক মুল্য ,তখন ই শুধু মাত্র তিনি নিজের মেয়েকে মুল্যায়ন করতে শিখবেন। উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন তার নিজের মেয়েটি তার ছেলেটির চেয়ে কোন অংশে কম নয় । জন্মের পর থেকে মেয়ে শিশুর সাথে যদি সঠিক আচার আচরণ করা হয় ,ভাই টির সাথে এক ই মাত্রায় তাকে মানুষ করা হয় , পদে পদে তাকে চোঁখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝানো না হয় যে সে মেয়ে ; তাহলে তার মনে ও হীনমন্যতা বোধ জন্ম নেবে না সহজে। সে মানুষের মতো আচরন করতে শিখবে। মাথা উঁচু করে চলতে শিখবে। নিজের মুল্যায়ন করতে শিখবে । মেয়ে বলে ছোট বা অক্ষম ভাববে না নিজেকে। আর এর জন্য প্রথম দায়িত্ব পালন করতে হবে একজন মাকেই । কারণ মা ই পারেন তার সন্তান দের মধ্যে বৈষম্যের প্রথম ধাপ টি উপড়ে ফেলতে ।

প্রতিটি মাকে তা ই সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে ,তার নিজের মেয়েটি ও তার ছেলেটির মতোই একজন মানুষ এবং তাকে পরিপুর্ণ মানুষ করে গড়ে তোলার প্রাথমিক পদক্ষেপ টি তাকেই নিতে হবে । দেশের বিশাল বিপুল সংখ্যক নারী গোষ্টি কে তা সঠিক উপায়ে বোঝাতে পারলে আশা করা যায় তাতে করে ব্যাপক সূফল পাওয়া যাবে অদূর ভবিষ্যতে।

এই দেশ আজ ও এতটাই দরিদ্র যে , এখন ও কিছু কিছু এলাকায় মানুষ প্রতি বছর একটা সময়ে কেবল মাত্র খাবার সংগ্রহের জন্য জীবনের সাথে এক অসম সংগ্রামে লিপ্ত হয় । মংগা নামক এই মানুষ্য সৃষ্ট ব্যাধি প্রতি বছর তাদের প্রাণ নিয়ে ছিনি মিনি খেলে । তারা শীতে মরে । বন্যা খরা সহ নানাবিধ প্রকৃতির রুদ্র রুষের কাছে আজ ও এরা অসহায়। প্রতি বছর একাধিকবার এসবের মোকাবেলা করে তাদের টিকে থাকতে হয়। তাছাড়া সন্ত্রাস দূর্নীতি দেশ টাকে আষ্টেপৃষ্টে বেধে রেখেছে । অসৎ রাজনীতি একটা সম্ভাবনাময় দেশ কে কোথায় নিয়ে গেছে তা কারোর ই অজানা নেই । তবু এতসবের মধ্যে ও আমরা দারুন ভাবে আশাবাদী । আর আমাদের সেই আশার জায়গাটা হচ্ছে এ দেশের নারী সমাজ। তারা এত টাই সংগ্রামী , এতটাই মেধাবী যে মাঝে মাঝে বিস্মিত হতে হয় । এরা একটু সুযোগ পেলেই অসাধ্য সাধন করতে পারে । চরম দারিদ্র এদের দমাতে পারে না। অসামান্য এদের মনোবল । যে পরিবেশে,শিক্ষা দীক্ষা হীন মানবেতর জীবন যাপন করে তারা প্রতিনিয়ত লড়ে যাচ্ছে , জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার হয়ে ও তারা টিকে আছে এবং দৃপ্ত পদভারে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। তা রীতিমত গর্ব করার মত বিষয়। বৈরী পরিবেশে লড়ার ক্ষেত্র তো তাদের একটা নয় ,এক সাথে অনেক গুলো দারিদ্র,অশিক্ষা কূসংস্কার,অপুষ্টিজনিত নানা রোগ ব্যাধি ছাড়া ও মরার উপর খাঁড়ার ঘার মতো কথায় কথায় তালাক। গ্রাম গঞ্জের অশিক্ষিত,অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের ফতোয়াবাজী এরকম আর ও হাজারটা জুট জামেলার বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে তাদের প্রতিনিয়ত । এত কিছুর পর ও তাদের অর্জন নেহায়েত ফেলনা নয় ।

একটি পরিবার কে বাঁচিয়ে রাখার জীবন রস টুকু তারা ই আহরণ করে থাকে নানা ভাবে। নানা সমীক্ষায়

দেখা যায় যে, গ্রামীন ব্যাংকের ঋণ ই হোক ,অথবা অন্য যে কোন ঋণ গ্রহন করে যে সব নারীরা,তারা তা পরিশোধ করায় যেমন সফল,তেমনি তাদের প্রাপ্ত ঋণ থেকে উপকৃত হচ্ছে সেই সব পরিবারের সন্তানেরা। কারণ দেখা গেছে মায়েরা পরিবারে র আয় উন্নতি বাড়ানোর সাথে সাথে সন্তান দের স্কুলে পাঠাচ্ছে । পূরুষের বেলায় কিন্তু বিপরীত চিত্র দেখতে পাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। একজন পুরুষ যখন ঋণ নেয় , প্রথমেই সেই টাকা দিয়ে সে আরেকটা বিয়ে করে । অথবা নানা ফুর্তি আর অকাজ কুকাজে উড়িয়ে দেয় । তারপর দেখা যায় যথা পূর্বং তথা পরং অবস্থা। এমন কি অবস্থা আর ও খারাপের দিকে মোড় নেয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

তাই এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে,একটি পশ্চাদপদ সমাজের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাতে হলে একেবারে শিকড়ে যেতে হবে। শিকড়ে পানি ঢালতে হবে পরম যত্নে দিনের পর দিন । তাহলেই আমরা আশা করতে পারি সামগ্রিক উন্নয়নের । আর উন্ন য়ন বলতে যদি শুধু রাস্তা ঘাট ব্রিজ কালর্ভাট করাকেই বুঝি,এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে এখানে সেখানে কিছু বাইরের চমক তাহলে আমাদের খাংকিত সাফল্য আসবে না। সে জন্য পরিবারের মূল নির্ধারণ করে তাতে সার পানি ঢালতে হবে খুব ই পরিকল্পিত উপায়ে। আর সে মূল বা শিকড় হচ্ছেন একজন নারী বা একজন মা এটা তো সাধারণ ভাবে সাদা মাটা চোঁখে ও ধরা পরে, যে পরিবারে মার সামাজিক আর্থিক অবস্থান যত উপরে সেই পরিবার তত উন্নত। সেই সব পরিবারের বাচ্চারা তত বেশী সুযোগ প্রাপ্ত এবং সামগ্রিক ভাবে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ এবং আর ও বৃহত্তর ভাবে দেশের জন্য ও তারা সুফল বয়ে আনে। দেশ উপকৃত হয় । এক কথায় বলতে গেলে কোন পরিবার ই আজকের সর্ব ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুর্ণ পৃথিবীতে মর্যাদার লড়া ইয়ে ঠিকে থাকতে পারে না একজন মাকে দ রিদ্র, অশিক্ষিত ,অজ্ঞ রেখে । তা ই আজ সময় এসেছে নারী উন্নয়নের জন্য ফাঁকা গাল ভরা বুলি না আউড়িয়ে আমাদের আগামী প্রজন্ম যাতে সঠিক সুন্দর বৈষ ম্য মুক্ত পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে বাঁচতে পারে তার জন্য সুদুর প্রসারী চিন্তা ভাবনা নিয়ে কর্ম উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পরা।

পরিশেষে বলবো,আমাদের দেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত একটা দেশের নারীরা তাদের নিজেদের শক্তি বা ক্ষমতার ব্যাপারে এখন ও অসেচতন । তাছাড়া তাদের অধিকার বিষয়ে ও অনেক টা অজ্ঞ । এখন ও স্বামীর হাতে মার খাওয়া অনেক টা স্বাভাবিক হিসেবে ই মেনে নেন। এই মানসিকতা শুধু যে অশিক্ষিত নারীদের মধ্যে তা কিন্তু নয় । অনেক শিক্ষিত নারীদের মধ্যে ও আছে । স্বামী মাথার ঘাম পায়ে পেলে সংসারের চাকা সচল রাখে,রাগ গোস্বা হলে চড় চাপড় টা মারবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি !কিন্তু আমরা ভুলে যাই একজন নারী উদয়াস্থ একটি সংসারের জন্য কত টা শ্রম দান করেন। যা অর্থের অংকে হিসেব করলে অবস্থা টা কি দাড়াবে তা অনেকেই ভেবে দেখেন না । পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ তাদের স্বার্থে যুগ যুগ ধরে যা শিখিয়েছে নারীরা ও তোতাপাখির মত তাই শিখেছে। যা ভাবতে বলেছে ,তাই ভাবছে । এখন সময় এসেছে নারীরাই যেনো নারী দের ব্রেন ওয়াশের দায়িত্ব টুকু পালন করেন।
(ব্রেন ওয়াশ শব্দটি শুনতে অনেকের কাছে নেতিবাচক শুনালেও আমি সচেতন ভাবেই তা ব্যব হার করছি) অর্থাৎ মা তার মেয়ে কে সে রকম করে তৈরী করেন। কারণ একজন মা হিসেবে সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা টুকু তিনি কি ভাবে দেবেন,ছেলে অথবা মেয়ের মাথায় কি ঢুকাবেন সেই চাবিকাটি টি কিন্তু তারই হাতে । এটাই তাকে প্রতিনিয়ত সচেতন ভাবে ব্যবহার করতে হবে খুব বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির সাথে ।

যদি ও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময় দু এক জন নারী এই সব শিখানো বুলি থেকে বেড়িয়ে আসতে চেয়েছেন নিজেদের প্রজ্ঞায়, তবু সমাজের সার্বিক চিত্রের খুব একটা হের ফের হয় নি। বরং সেই সব সাহসী নারীরা তার নিজের ই পরিবার এবং সমাজ দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন হচ্ছেন আজ ও। অবশ্য এ কথা টি স্বীকার করতেই হবে যে ,এই দেশের মেয়েরা গলি ঘুপছি থেকে রাজপথের সন্ধানে এগিয়ে চলেছে

আলোর মশাল হাতে, তথাপি এখন ও রয়ে গেছে আনাচে কানাচে তিমির নিশা । এখন ও পাড়ি দিতে হবে বহু পথ । আলোর মিছিলে শরিক হতে দরকার পরিপূর্ণ আলো। সেখানে কোন ফাঁকিঝুকির জায়গা নেই। এইবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে র শপৎ হোক আমরা বাংলার প্রতিটি ঘরের প্রতিটি মা কে শিখিয়ে দেবো সেই মন্ত্র টি যে মন্ত্রের দ্বারা তিনি ই হবেন তার মেয়েকে, মেয়েমানুষ থেকে মানুষের স্থরে টেনে তুলবার এক অতন্দ্র সৈনিক ।